কার্যক্রমে বিন্দুমাত্র বিঘ্ন না ঘটিয়ে আমাদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন জারি রেখেছি। ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছি। অথচ ইতোমধ্যে আন্দোলনকারী কয়েকজন শিক্ষকের মুঠোফোনের নেটওয়ার্ক ৪ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। এতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি চরম অবজ্ঞা দেখানো হয়েছে। এই রকম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বেশিদিন চলতে দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে। এ কারণে আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সত্য ঘটনার উদঘাটন চাই, ইতোমধ্যে উপাচার্য নিজেও তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনায় উপাচার্যসহ আরও যাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ এসেছে তাঁদেরকেও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে রাষ্ট্রের আইনে বিচারের আওতায় আনা প্রয়োজন। এমন পরিস্থিতিতে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবক হিসেবে অবিলম্বে আপনার বিচক্ষণ হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করি।

আবদুল জব্বার হাওলাদার, মো. খবির উদ্দিন, মোহাম্মদ কামরুল আহসান, মো. সোহেল রানা, সাঈদ ফেরদৌস, মির্জা তাসলিমা সুলতানা, নাজমুল হাসান তালুকদার, তারেক রেজা, সায়েমা খাতুন, এ এস এম আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া, শামীমা সুলতানা, মো. জামাল উদ্দীন, মো. নূরুল ইসলাম, রায়হান রাইন, মুসফিক উস্ সালেহীন, সুস্মিতা মরিয়ম, খান মুনতাসীর আরমান, নজির আমিন চৌধুরী জয়, আশিকুর রহমান ও মাহাথির মোহাম্মদ

লেখকগণ : 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' আন্দোলনের সংগঠক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

'গ্লোবাল অ্যাকশন উইক ফর ক্লাইমেট'

বিশ্বের বিভিন্ন শহরে এই উপলক্ষে অসংখ্য সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি (বাংলাদেশ), ফ্রান্স চ্যাপ্টার. প্যারিসে অনুষ্ঠিত এরকম একটি সমাবেশে যে বক্তব্য উপস্থিত করে তার বাংলা অনুবাদ এখানে দেয়া হল। ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

শুভ অপরাহ্ণ!

আমরা, বাংলাদেশের তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আজ জলবায়ু আন্দোলনের সাথে এককাতারে দাঁড়িয়েছি ২০-২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত 'গ্লোবাল অ্যাকশন উইক ফর ক্লাইমেট'-এর প্রতি আমাদের সমর্থন প্রকাশ করতে। উল্লেখ্য, গতকালের ধর্মঘটে বাংলাদেশসহ ১৫৫টি রাষ্ট্র অংশগ্রহণ করেছে, যা সত্যিই দারুণ ব্যাপার।

এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এর আগে কখনও একসাথে এত মানুষ বিশ্বনেতাদের কাছ থেকে কার্যকর তৎপরতা দাবি করে আন্দোলন করেনি। বাংলাদেশ সেইসব দেশের একটি, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ক্ষতির ঝুঁকিতে রয়েছে। আমাদের কৃষকেরা ইতোমধ্যেই উপকূলীয় অঞ্চলে মাটির লবণাক্ততার পরিবর্তন এবং বন্যার তীব্রতার কারণে সংগ্রাম করছেন। একেবারে রক্ষণশীল হিসেবেও ২০৫০ সালের মধ্যে আমাদের ৩০ শতাংশ ভূমি হারানোর আশঙ্কা রয়েছে।

আমাদের প্রয়োজন কার্বন উদ্‌গিরণের হার বহুলাংশে কমিয়ে আনা। আমাদের জীবনযাপনের আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। আমাদের বনগুলোকে বাঁচানো অতীতের যে কোন সময়ের চাইতে এই মুহূর্তে বেশি জরুরি। বাংলাদেশে আমরা কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং বড় পরিসরে শিল্পায়নের হাত থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। এই সুন্দরবন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন, যার অনন্যসাধারণ জীববৈচিত্র্য এবং অনুপম বাস্তুতন্ত্রের কারণে ইউনেস্কো একে 'বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই বন বেশ কিছু বিপন্ন প্রাণী প্রজাতির আবাসস্থল; যেমন–রয়েল বেঙ্গল টাইগার, গাঙ্গেয় ডলফিন ইত্যাদি। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করছে এই বনের ওপর। বিভিন্ন দুর্যোগের ক্ষেত্রে এই বন এক প্রাকৃতিক সুরক্ষা কবচ, যা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীকে রক্ষা করে আসছে, উপকূলীয় অঞ্চলের ৪ কোটির অধিক মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। কিন্তু বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর দেশগুলোতে কার্বনের ব্যবহার কমানোর জন্য ক্রমাগত চাপের মুখে জীবাশ্ম জ্বালানির লবিগুলো তাদের মুনাফার শেষ ভাগটির জন্য বিকল্প জায়গা হিসেবে খুঁজে নিয়েছে বাংলাদেশের মত দেশগুলোকে। এই মুহূর্তে বাংলাদেশে মোট ৩৭টি কয়লাবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সরকার জ্বালানি খাতের একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেছে, যেখানে কয়লার ব্যবহার শতকরা ০.৩ ভাগ থেকে বাড়িয়ে শতকরা ৩৫ ভাগের অধিক করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। আমরা পরবর্তীতে একটি বিকল্প জ্বালানি প্রস্তাবনা পেশ করেছি, যেখানে ২০৪১ সালের মধ্যে ৫৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি, যেমন–সৌর, বায়ু, স্রোত ইত্যাদির ওপর নির্ভর করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সমস্ত আন্তর্জাতিক জীবাশ্ম জ্বালানির অর্থসংস্থাগুলো লবিং চালিয়ে যাচ্ছে এবং কোম্পানিগুলো একজোট হয়ে মানুষের ভবিষ্যৎ, সবুজে বাঁচার অধিকার এবং আমাদের এই বাসভূমই পৃথিবীকে লুট করে নিচ্ছে। আমরা এখানে এসেছি এই কথা জানাতে যে, জনতাও এখন হাতে হাত ধরে জোটবদ্ধ হচ্ছে নিজেদের বাঁচার অধিকার, শিশুদের জন্য সুন্দর ভবিষ্যতের অধিকারকে রক্ষা করতে। আমরা আজ এখানে একসাথে দাঁড়িয়েছি আমাজনের জনগোষ্ঠীর প্রতি সংহতি জানাতে। আমরা মনে করি, পূর্বের যে কোন সময়ের চাইতে এখন সবচাইতে জরুরি সময় 'এক পৃথিবী ও এক লড়াই'-এর শক্তিকে জোরদার করার। এই অন্যায় ব্যবস্থা আমাদের যতই বিভাজিত করতে চেষ্টা করুক কিংবা আমাদের একজনকে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করুক না কেন, আমরা একতাবদ্ধতার শক্তি নিয়েই দাঁড়াব।

বাঁচাও সুন্দরবন, বাঁচাও আমাজন!

এক বিশ্ব, এক লড়াই–এসো একসাথে দাঁড়াই!

ধন্যবাদ সবাইকে।